সমকাল

তারিখ 25 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সমকাল

প্রাথমিকে উপবৃত্তি পাবে ১ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থী

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেছেন, আগামীতে কোনো শিশু-শিক্ষার্থী উপবৃত্তির বাইরে থাকবে না। আগামী বছর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'দুর্গম এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা' বিষয়ক নীতিনির্ধারণী এক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। হাওর অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল নিয়ে ব্র্যাক পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন উপলক্ষে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়।

সংলাপে উঠে আসে, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস ও ভর্তির হার বাড়লেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন করতে হলে এর গুণগত মান ও বাজেট বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষার ব্যয় বহনে পরিবারের অক্ষমতাকে শিশুদের প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য কাজী ফারুক আহমেদ, ব্র্যাক অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড আইসিটির ডিরেক্টর কেএএম মোর্শেদ, সিনিয়র ডিরেক্টর (স্ট্র্যাটেজি, কমিউনিকেশন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট) আসিফ সালেহ প্রমুখ। গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এএসএম আমানুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

শিক্ষায় সরকারের বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী আরও বলেন, সীমিত বাজেটের কথাও চিন্তা করতে হবে। যেটুকু সম্পদ আছে তা দিয়ে চলতে চাই। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা মনোযোগী না হওয়ায় সব শিক্ষার্থী একই মানের হয় না- মন্তব্য করে মন্ত্রী শিক্ষকদের মনোযোগী হয়ে পাঠদানের আহ্বান জানান।

শফিকুল ইসলাম বলেন, হাওর অঞ্চলের প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থীকে বাদ দিয়ে সার্বিক শিক্ষার উন্নয়নের চিন্তা করা যাবে না। শিক্ষায় কমপক্ষে ৪ ভাগ বরাদ্দ না হলে এসডিজি পূরণে ঘাটতি হবে বলেও তিনি মনে করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ঝরে পড়া রোধে বক্তারা বেশ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরেন। এগুলো হলো- প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, ই-মনিটরিং সিস্টেম চালু, সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, সংসদ চ্যানেলকে শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার ও আকর্ষণীয় কর্মসূচি চালু।

গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপনকালে অধ্যাপক এএসএম আমানুল্লাহ দুর্গম এলাকায় বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়নসহ বিশেষ ব্যবস্থা, পাঠদানকে আনন্দদায়ক করা, ব্র্যাককে সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়ে একটি অংশীদারি কমিটি করা; আরও বেশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, দুর্গম অঞ্চলে বিশেষ মৌসুমে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা নেওয়া, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে রাজনীতিমুক্ত করা, স্কুল ফিডিংয়ের ব্যবস্থা করা, স্কুলগুলোর তদারকি জোরদার ইত্যাদি সুপারিশ তুলে ধরেন।